ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৫৮এর কৌলিক সারি নং- BRRI dhan29-SC3-28-16-4-HR2 । উক্ত কৌলিক সারিটি সোমাক্লোনাল ভ্যারিয়েশনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। উক্ত ভ্যারিয়েন্ট প্রথমত ব্রি ধান২৯ এর চাল থেকে ল্যাবরেটরীতে টিসু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে পাওয়া যায়। পরবর্তীতে উক্ত ভ্যারিয়েন্ট গ্রীণ হাউজে স্থানান্ত করে জন্মানোর ফলে প্রাপ্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়। উক্ত বীজ বর্ধন করে বৃহৎ পরিসরে জন্মানো হয় এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে কৌলিক বাছাই এর মাধ্যমে চুড়ান্ত কৌলিক সারি নির্বাচন করা হয়। কৌলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোরো মৌসুমে ব্রি ধান২৮ ও ব্রি ধান২৯ জাতের চাষাবাদ উপযোগী এলাকায় ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় ২০১২ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বোরোর জাত হিসাবে অনুমোদিত হয়।

ব্রি ধান৫৮

জাতের বৈশিষ্ট্য

- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০-১০৫ সেমি। অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে লম্বা ।
- এ জাতের ডিগ পাতা হেলানো এবং লম্বা । ধান পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে ডিগপাতা বেশি হেলে থাকে।
- ধানের দানা অনেকটা ব্রি ধান২৯ এর মত তবে সামান্য চিকন।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৪ গ্রাম।
- পাকা ধানের রং খড়ের মত। চালের আকার আকৃতি প্রায় ব্রি ধান২৯ এর মত।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৫৮ এর জীবনকাল ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে ৬-৭ দিন নাবি কিন্তু ব্রি ধান২৯ জাতের চেয়ে ৭-১০ দিন আগাম। ব্রি ধান৫৮ মাঝারী ঢলে পড়া প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন যা ব্রি ধান২৮-এ নাই। এ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শিষ থেকে ধান ঝরে পড়ে না। পরিপক্ক শিষগুলো ডিগপাতার উপরে অবস্থান করে বিধায় পুরো ক্ষেত দেখতে খুব আকর্ষনীয় এবং অধিক ফলনশীল।

জীবনকাল : এ জাতের জীবনকাল ১৫০-১৫৫ দিন।

ফলন : উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ব্রি ধান৫৮ চাষে হেক্টরে ৭.০ টন থেকে ৭.৫ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী বোরো ধানের জাতের মতই।

১. বীজতলায় বীজ বপন: ২০ নভেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর অর্থাৎ ৫ অগ্রহায়ণ থেকে ১ পৌষ ।
২. চারার বয়স ও রোপণ: দুরত্ব: ৩৫-৪০ দিন এবং ২০ X ১৫ সেমি
৩. চারা রোপণ: ১ জানুয়ারি থেকে ২৫ জানুয়ারি (১৫ পৌষ থেকে ১০ মাঘ)।
৪. চারার সংখ্যা: প্রতিগুছায় ২-৩টি
৫. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিংক
৩০-৪০	৭-১৪	৮-১৬	৪-১১	০.৭-১.৪

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, এমপি, জিংক সালফেট ও জিপসাম সার প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপণের ১০-১৫ দিন পর ১ম কিস্তি, ৩০-৪০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৫০-৬০ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। জিংকের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিংক সালফেট এবং সালফারের অভাব পরিলতি হলে জিপসাম ইউরিয়ার মত উপরি প্রয়োগ করতে হবে। তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া সার প্রয়োগ করাই উত্তম।

৬. আগাছা দমন: রোপণের পর ৪০-৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।।
৭. সেচ ব্যবস্থাপনা: থোড় অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবে এডাব্লিউডি পদ্ধতি ব্যবহার করা উত্তম।
৮. রোগ বালাই দমন: সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা অনুসরন করা উচিত। তবে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
৯. ফসল পাকা ও কাটা: ৫-২০ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল-৩ মে) ধান কাটার উপযুক্ত সময়।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষনা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd